ALL INDIA RADIO

REGIONAL NEWS UNIT – SILCHAR

EVENING NEWS BULLETIN

BENGALI

09 JULY 2024 **7:45—7:55 PM IST**

==========

১) প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী খুব শীঘ্রই আসামের বন্যা প্রভাবিত লোকেদের সহায়তায় প্যাকেজ ঘোষণা করবেন বলে কেন্দ্রীয় শক্তিমন্ত্রী মনোহরলাল খট্টরের গৌহাটিতে প্রকাশ ।

২) কেন্দ্রীয় বিদেশ ও বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী পবিত্রর মার্ঘেরিটার বরকা উপত্যকার বন্যা পরিস্থি পর্যালোচনা এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমান নিরূপন ।

৩) শিলচর শহরের নালা-নর্দমাগুলো পরিষ্কার কারর জন্য বৈদ্যতিক বাহণ সুপার স্যাকার চালু ।

এবং

৪) রাজ্য সরকারের গত বছরের পয়লা ডিসেম্বর থেকে এ পর্যন্ত রাজ্যের কৃষকদের থেকে নুন্যতম সমর্থন মূল্যে ৩ লক্ষ ১৪ হাজার ৯শো ৩৭ মেট্রিকটনের অধিক ধান ক্রয় ।

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত আসামকে সাহায্য ও পুর্নবাসনে সহায়তা করতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শীঘ্র বিশেষ প্যাকেজ ঘোষনা করবেন বলে কেন্দ্রীয় শক্তি , গৃহ নির্মাণ ও নগর পরিক্রমা মন্ত্রী মনোহর লাল খট্টর আজ গৌহাটীতে প্রকাশ করেন । উত্তরপূর্বের শক্তি ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রীদের সংগে গৌহাটীতে আয়োজিত এক বৈঠকে অংশ গ্রহণের পর মন্ত্রী সাংবাদিকদের একথা জানান । তিনি বলেন যে

আসামে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত লোকেদের সহায়তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিশ্রুতিব্ধ । তিনি বলেন রাজ্যে বন্যায় হোয়া ক্ষয়ক্ষতির
মূল্যায়ন অব্যাহত রয়েছে ।এবং প্রধানমন্ত্রী এই মূল্যায়ন সম্পন্ন হোয়ার পর ই প্যাকেজ ঘোষনা করবেন ।

এদিকে রাজ্যে বন্যার প্রকোপ সামান্য হ্রাস পেয়েছে যদি ও এখোণো ২৭ টি জেলার ৯১ টি রাজস্ব চক্রের ৩ হাজার ১০০ এর ও বেশী গ্রামের বিস্তীর্ন অঞ্চল বন্যার জলে প্লাবিত রয়েছে ।এবারের বন্যায় ১৮ লক্ষ ৮০ হাজারের ও বেশী লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন । গত ২৪ ঘন্টায় বন্যার ফলে দুজন লোকের মৃত্যু হওয়ায় সাম্প্রতিক বন্যায় মৃত্যু হোয়া লোকের সংখ্যা ৭৪ এ বৃদ্ধি পেয়েছে ।গত দুদিন থেকে কোনো কোনো অঞ্চলে বন্যার জল কিছুটা কমলে ও আজ গৌহাটী মহানগর সহ রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ধারাবাহিক
বৃষ্টির ফলে পুনরায় বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় ।রাজ্যের বিভিন্ন জেলা প্রশাসনের স্থাপন করা ২৪৫ টি আশ্রয় শিবিরে ৪৮ হাজারের ও বেশী লোক এখোনো আশ্রয় নিয়ে রয়েছেন ।

কেন্দ্রীয় বিদেশ ও বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী পবিত্র মার্ঘেরিটা তিনদিনের বরাক উপত্যকা সফরে এসে শিলচর পুরসভার সুপার সোকার বৈদ্যুতিক বাহনের উন্মোচন করেন । এই বৈদ্যুতিক বাহনের দ্বরা শিলচর শহরের সব এলাকার ড্রেন পরিষ্কার করা হবে । এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মন্ত্রী তার ভাষনে বলেন যে মুখ্যমন্ত্রী ড: হিমন্ত বিশ্ব শর্মা শিলচর শহরের চলতি বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে বহু পদক্ষেপ গ্রহন করেছেন । তিনি বলেন যে বন্যা সমস্যা সমাধানের জন্য মাস্টার ড্রেনেজ সিস্টেম যথাযথভাবে রুপায়ন করা সহ শহর সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরন করা হবে ।তিনি বলেন যে শিলচর আসামের গুরুত্বপূর্ন ব্যবসায়িক কেন্দ্র । এবং সরকার এই শহরের সামগ্রীক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে । শহরের বহু পুরোনো জমা জলের সমস্যা সমাধান করার ক্ষেএএ রাজ্য সরকার অগ্রাধিকার প্রদান করচে বলে তিনি মন্তব্য করেন ।গতকাল শ্রী মার্ঘেরিটা বিভিন্ন ত্রান শিবির পরিদর্শন করে পরিস্থিতির খোজ নেওয়া সহ বন্যায়

ক্ষতিগ্রস্তদের সংগে মত বিনিময় করেন । পরে মন্ত্রী জেলা উপায়ুক্তের কার্যালয়ে আয়োজিত এক পর্যালোচনা বৈঠকে মিলিত হয়ে বিভিন্ন বিভাগের সংগে সাম্প্রতিক বন্যা
পরিস্থিতি , ক্ষয়ক্ষতি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেন ।
এছাড়া শ্রী মার্ঘেরিটা আয়ুক্ত রোহনকুমার ঝা ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় আধিকারিকদের সংগে আলোচনা করে শহরের জমা জলের সমস্যা সমাধানের জন্য অত্যাআধুনিক ব্যবস্থা গ্রহণের ওপর ও গুরুত্ব আরোপ করেন ।তিনি বন্যার্তদের মধ্যে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ত্রান সামগ্রীর বিতরনের ব্যাপারে সন্তোষ প্রকাশ করেন । এদিকে শিক্ষা , এপি ডিসিএল এর পক্ষ থেকে বন্যা পরবর্তী পরিস্থিতিতে উদ্ভুত সমস্যার কথা তুলে ধরেন । শিক্ষা বিভাগের আধিকারিকদের সংগে আলোচনাকালে মন্ত্রী বলেন প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং যেসব বিদ্যালয়ে প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত ক্লাশ রয়েছে সেই সব বিদ্যালয় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হলে সহায়তা প্রদান করা হবে । বৈঠকে অন্যান্যদের মধ্যে বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী , মিহিরকান্তি সোম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন ।

করিমগঞ্জ জেলার বন্যা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে কেন্দ্রীয় বিদেশ ও বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী পবিত্র মার্ঘেরিটা আজ করিমগঞ্জ সফরে গিয়ে জেলার বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত লোকেদের খোজ নিতে শহরের ডি আই সি সি কার্যালয়ের ত্রাণ শিবির ও নীলমণি স্কুলে স্থাপিত ত্রাণ শিবির পরিদর্শন করেন । তিনি বন্যার্তদের সংগে কথা বলে প্রয়োজনীয় ত্রাণ সামগ্রী পানীয় জল , চিকিৎসা পরিষেবা , পরিচ্ছনতা ও শিশুদের প্রদান করা খাদ্য সামগ্রী ইতাদি খতিয়ে দেখেন ।এরপর মন্ত্রী জেলা প্রশাসন ও বিভাগীয় প্রধানদের সংগে এক পর্যালোচনা বৈঠকে মিলিত হন ।বৈঠকে করিমগঞ্জের সাংসদ কৃপানাথ মালাহ , বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ ,বিজয় মালাকার , কৃষ্ণেন্দু পাল , সিদ্দেক আহমেদ , কৌশিক রাই , এ এস টিসির চেয়ারম্যান মিশন রঞ্জন দাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন ।বৈঠকে পৌরহিত্য করে জেলা আয়ুক্ত মৃদুল যাদব পাওয়ার পয়েন্টের প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে বন্যা পরিস্থিতি , ক্ষয়ক্ষতি এবং ত্রাণ বন্টন ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন ।মন্ত্রী শ্রী মার্ঘেরিটা বন্যায়

ক্ষতিগ্রস্ত জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পগুলির খোজ নেন এবং বন্যার জলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যে সব প্রকল্প থেকে জল সরবরাহ করা যাচ্ছেনা সেই এলাকার জনসাধারণকে বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্তা করে দিতে সংশ্লিষ্ট বিভাগকে নির্দেশ দেন । তিনি বন্যার ফলে বিগত দিনগুলিতে বিদ্যালয় বন্ধ থাকার জন্য ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে যে ক্ষতি হয়েছে তা অতিরিক্ত ক্লাশ নিয়ে পূরণকরে দিতে আহ্বান জানান । মন্ত্রী কৃষি জমিতে ক্ষতি হোয়া ফসলের জন্য পর্যাপ্ত পরিমানের বীজ কৃষকদের জন্য ব্যবস্থা করে দিতে কৃষি আধিকারিকে নির্দেশ দেন । বৈঠকে মন্ত্রী বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান , অংগনোয়াড়ী কেন্দ্র , বিদ্যুৎ পরিষেবা ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক ইত্যাদির খোজ নেন ।তিনি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কোনো পরিবার সরকারী সুবিধা থেকে যাতে বঞ্চিত না হয় সেজন্য জেলা প্রশাসনকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে আহ্বান জানান ।

কেন্দ্রীয় বিদেশ প্রতিমন্ত্রী পবিত্র মার্ঘেরিটা হাইলাকান্দি জেলায় সাম্প্রতিক দু দফার বন্যার ক্ষয়ক্ষতি নিরূপন করতে নির্দেশ দিয়েছেন । মন্ত্রী শ্রী মার্ঘেরিটা আজ হাইলাকান্দির জেলা আয়ুক্তের সভাকক্ষে আয়োজিত একটি পর্য্যালোচনা সভায় বন্যায় ক্ষয়ক্ষতি নিরূপনের নির্দেশ দিয়েছেন । জেলা আয়ুক্ত নির্সাগ হিভারে গৌতম জানান যে জেলায় প্রথম পর্য্যায়ের বন্যায় চার জনের মৃত্যু হলেও , দ্বিতীয় দফার বন্যায় কোন মৃত্যু হয় নি । প্রথম পর্য্যায়ের বন্যায় মৃত্যু হওয়া ব্যাক্তিদের নিকট আত্মীয়দের ইতিমধ্যে চার লক্ষ্য টাকা করে দেওয়া হয়েছে । জেলা আয়ুক্ত আরো জানান যে রাজস্ব চক্র পর্য্যায়ে ইতিমধ্যে ড্যামেজ এসেসমেন্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং আগামী ১৫ ই জুলাই-র মধ্যে এই কমিটি প্রশাসনের কাছে প্রতিবেদন জমা করবে । বৈঠকের আগে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কালিনগরের অন্নদাচরন গার্লস উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ত্রাণ শিবিরটি পরিদর্শন করেন ।

রাজ্য সরকার গত বছরের পয়লা ডিসেম্বর থেকে এ পর্যন্ত রাজ্যের কৃষকদের থেকে নুন্যতম সমর্থন মূল্যেন ৩ লক্ষ ১৪ হাজার ৯শো ৩৭ মেট্রিকটনের অধিক ধান ক্রয় করেছে । সরকারী তথ্য অনুসারে এই ধান ক্রয় প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত চারটি সরকারী প্রতিষ্ঠান আসাম খাদ্য অসামরিক সরবরাহ লিমিটেড ২ লক্ষ ৭১ হাজারের অধিকমেট্রিকটন ধান ক্রয় করেছে । এছাড়াও , আসাম রাজ্য কৃষি বিপনন পরিষদ ৩ হাজার ৫শো , ভারতীয় খাদ্য

নিগম ১২ হাজার ১শো এবং নাফেড ২৮ হাজার ২শো ৭২ মেট্রিকটন ধান ক্রয় করতে সক্ষম হয়েছে । উল্লেখ্য যে রাজ্য সরকার প্রতি কুইন্টাল ধান ২ হাজার ১শো ৮৩ টাকার নুন্যতম সমর্থন মূল্যে কৃষকদের কাছ থেকে ধান ক্রয় করেছে । এর জন্য সমগ্র রাজ্যে মোট ১শো ৭০টি ধান ক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছিল ।

কেন্দ্রীয় শক্তিমন্ত্রী মনোহরলাল খট্টরের পৌরহিত্যে আজ গৌহাটিতে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির একটি পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । নাগাল্যান্ড , মনিপুর , মিজোরাম , মেঘালয় , ত্রিপুরা এবং সিকিম সহ আসামের শক্তিমন্ত্রী নন্দিতা গারলোসা উপস্থিত হয়ে এই পর্যালোচনা বৈঠকে শক্তি বিতরণ সম্পর্কে আলোচনা করেন । বৈঠকের পর কেন্দ্রীয় শক্তিমন্ত্রী মনোহরলাল খট্টর সাংবাদিকদের বলেন যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে শক্তি এবং পর্যটনের বহু সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র রয়েছে । আজকের সভায় গৌহাটি স্মার্ট সিটি নিয়েও আলোচনা হয়েছে বলে তিনি জানান । শ্রী খট্টর বলেন যে পূর্ব নির্ধারিত স্মার্ট সিটি প্রকল্পের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকার গুলিকে আর্থিক অনুদান প্রদান করবে । স্মার্ট সিটির অবশিষ্ট কাজ সম্পূর্ণ করতে সময়সীমা আরো এক বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে বলেও তিনি সংবাদ মাধ্যমকে জানান । আগামী মার্চ মাসের মধ্যে এই প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হবে বলে তিনি আসা প্রকাশ করেন । আসামের বন্যা পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন যে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত লোকেদের প্রতিবেদন মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে পাওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী আসমের জন্য বিশেষ প্যাকেজ ঘোষণা করবেন ।

কেন্দ্রীয় শক্তি দপ্তরের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর প্রথমবার আসম সফরে আসা মনোহরলাল খট্টরের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্তবিশ্ব শর্মা আজ গৌহাটিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে মিলিত হন । আলোচনাকালে মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় শক্তিমন্ত্রী শ্রী খট্টরকে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা নগরের বর্ধিত ঘরের চাহিদা সম্পর্কে অবগত করেন । শহরাঞ্চলের পানীয় জলের স্বচ্ছতা অর্জন , গৌহাটিতে নদীমুখ নির্মান এবং গৌহাটির কাছাকাছি জি-২০ নীতির আধারে একটি নতুন সেটেলাইট টাউনশিপ গড়ে তোলার বিষয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে অবগত করেন । আলোচনা শুরু হওয়ার আগে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যবাসীর পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী খট্টরকে আবাগত জানান ।

করিমগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এক বিজ্ঞপ্তীতে জানিয়েছেন যে করিমগঞ্জের চতুর্থ আসাম ব্যাটালিয়ন এন সি সি ক্যাডেটদের আজ থেকে আগামী ২০ জুলাই পর্য্যন্ত চাঁন্দখিরার স্বামী বিবেকানন্দ কলেজ ফায়ারিং রেঞ্জে গুলি চালানোর মহড়া অনুষ্ঠিত হবে । এই গুলি চালানোর মহড়ার সময় যাতে কোন ধরনের অবাঞ্চিত র্দূঘটনা না হয় , সেজন্য জেলা প্রশাসন থেকে ফায়ারিং রেঞ্জ এলাকার জনগনকে সর্তকতা অবলম্বন করে চলাফেরা করতে অনুরোধ করা হয়েছে ।